দ্বিমাসিক

মঙ্গলবার্তা

১৩শ বর্ষ ২য় সংখ্যা মার্চ-এপ্রিল ২০০৮ খ্রীষ্টাব্দ

খ্রীষ্টীয় জীবন গঠনের পত্রিকা

প্রকাশক ও সম্পাদক ঃ
যোসেফ বিশ্বাস

সহ-সম্পাদক ঃ
ফাঃ পিও মাত্তেভি, এস.এক্স.
ফাঃ বাবলু সরকার

সার্কুলেশন ঃ
দাউদ মণ্ডল

কম্পিউটার কম্পোজ ঃ
জাতীয় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, যশোর।

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ৭৫ টাকা

সম্পাদকীয়

আদিতে ছিল বাণী। বাণী দেহ ধারণ করে হল রক্ত-মাংসের মানুষ। যীশু হলেন সেই দেহধারিত বাণী, যার অনুসারী ও প্রচারক আমরা। পুরাতন নিয়মে প্রবক্তাগণ ছিলেন বাণীর মানুষ। যে বাণী তারা শুনত, সে বাণী তারা প্রচার করত। প্রবক্তাগণের বাণী ছিল শক্তিশালী কারণ বাণীর উৎস ছিলেন ঈশ্বর। খ্রীষ্টভক্তগণ হলেন, প্রকৃতিগতভাবে বাণীরই মানুষ। খ্রীষ্টের দেহরূপ মণ্ডলী হল বাণীরই দেহধারণ।

আমাদের জীবনাদর্শে খ্রীষ্টকেই প্রকাশ ও প্রচার করে থাকি। আমরা তখনই খ্রীষ্টে রূপান্তরিত হব যখন খ্রীষ্টের চিন্তাধারা হবে আমাদের চিন্তাধারা, খ্রীষ্টের কথাবার্তা হবে আমাদের কথাবার্তা, খ্রীষ্টের জীবন হবে আমাদের জীবন। তখন আমরাও সাধু পলের মত বলতে পারব "এখন হতে আমি আর আমি নই, খ্রীষ্টই আমাতে, আমি খ্রীষ্টেতে"।

আমরা যদি প্রকৃত সাধনা,ধ্যান, জ্ঞান ও আচরণে যীশুকে জানি ও অভিজ্ঞতা করি তবেই আমাদের প্রতি মানুষের বিশ্বাস বাড়বে এবং আমাদের বাণী প্রচার ফলপ্রসূতা লাভ করবে।

এ সংখ্যাটি খুলনা ধর্মপ্রদেশের বার্ষিক পালকীয় সভার ৩৩তম বর্ষের মুলসুর "ঐশবাণী প্রচার"-এর বক্তব্য, আলোচনা, মতামত ও সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করে প্রকাশিত হল। সাধু পলের ২০০০তম জন্ম বার্ষিকীতে আমাদের মধ্যে নতুন করে বাণী সম্প্রচারের জাগরণ ঘটুক !

সম্পাদক কর্তৃক ২৪/সি, আসাদ এভিনিউ, মোহম্মদপুর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত এবং
জেরী প্রিন্টিং, ৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত।

সাধু পলের দৃষ্টিতে খ্রীষ্টীয় সেবাকাজ

–ব্রাদার জ্যাক, তেইজে

সাধু পল হলেন খ্রীষ্টমণ্ডলীর অন্যতম ব্যক্তিত্ব। তিনি ছিলেন মণ্ডলীর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাণী প্রচারকদের একজন। শুধু তাই নয় – বলা যায় যে, নতুন নিয়মের প্রায় অর্ধেকই সাধু পলের দ্বারা লেখা হয়েছে। তাই তাঁর গুরুত্ব এবং অবদান আমাদের মণ্ডলীতে অপরিসীম। তিনি যে খ্রীষ্টকে অপরিসীম ভাবে ভালবাসতেন তার প্রমাণ মেলে তাঁর জীবনের ঘটনাবহুল প্রচারময় কর্মকাণ্ড থেকে। আমরা তাঁর পত্রাবলীতে দেখি যে, তিনি নিজের সম্পর্কে বিভিন্নভাবে পরিচয় দান করেন। তিনি নিজেকে প্রকাশ করেন 'প্রেরণ সেবাকর্মী' হিসেবে। প্রেরণ সেবাকর্মী শব্দটি ল্যাটিন 'মিনিস্টের' (*minester*) শব্দ থেকে এসেছে। যার অর্থ হল 'ভৃত্য'। এই শব্দটি আবার ল্যাটিন আরেকটি শব্দ 'মানুছ' (*manus*) এর সাথে সম্পর্কযুক্ত। যার অর্থ হল 'হাত'। তাহলে মিনিস্টের শব্দটির অর্থ দাঁড়ায় 'যে চাকর হাতের কাছে'। সাধু পল শুধু সেবাকর্মীই নয় বরং তিনি নিজেকে খ্রীষ্টের ভৃত্য/দাস হিসেবে মনে করেন। আমরা এর প্রমাণ পাই তাঁর বিভিন্ন পত্রে।

দাস/ভৃত্য/ সেবাকর্মী

"তিনিই আমাদের এক নবসন্ধির সেবাকর্মী হওয়ার যোগ্য ক'রে তুলেছেন। এই সন্ধি নিছক লিখিত কোন সন্ধি নয়, বরং পরম আত্মা-নির্ভর এক সন্ধি। নিছক লিখিত বিধান, সে তো মৃত্যু নিয়ে আসে, কিন্তু পরম আত্মা যিনি, তিনি তো জীবনই দান করেন! (২করি ৩:৬)। প্রাচীনকালের একটি অন্যতম রাষ্ট্রীয়/সামাজিক আইন ছিল যে, দাসদের নিজস্ব কোন পরিচয় থাকবে না। বরং তারা তাদের মনিবদের পরিচয়ে নিজেদের পরিচয় দান করবে। সাধু পলও ঠিক একইভাবে নিজেকে খ্রীষ্টের দাস হিসেবে পরিচয় দান করেন। তাঁর মনিব হলেন স্বয়ং খ্রীষ্ট। আর স্বয়ং খ্রীষ্ট যীশু তাঁকে এই পরিচয় দান করেছেন। প্রাচীন রোমে রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে কৃতদাসদের নিয়োগ করা হত। যদিও তারা দাস বা কৃতদাস ছিল। কিন্তু তারার রাষ্ট্রের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারত। আর তাদের অন্যতম একটি প্রধান দিক ছিল যে, তাদের মালিক বা মনিব তাদেরকে যাই করতে বলত, তারা বিনা বাক্যব্যয়ে তা পালন করতে বাধ্য হত। সাধু পল নিজেকে খ্রীষ্টের দাস বলে দাবী করেন কেননা তিনি খ্রীষ্টের সকল আদেশ পালন করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তাঁর নিজের কোন ইচ্ছা নয়। তাঁর নিজের বলে কোন পরিচয় ছিল না বরং তিনি খ্রীষ্টের সেবক হিসেবে নিজের পরিচয় দিতেন। তিনি কখনো খ্রীষ্টের অবাধ্য হননি। "আমরা তো নিজেদের প্রচার করি না; আমরা খ্রীষ্ট-যীশুকেই প্রভু ব'লে প্রচার করি; নিজেদের প্রচার করি শুধু তোমাদের দাস ব'লে খ্রীষ্টেরই খাতিরে" (২করি ৪:৫)।

প্রেরিত শিষ্য

এটা নির্ধারণ করে যে, তাঁর সেবা কাজ কী ছিল !

প্রেরিত শিষ্য হলেন একজন রাষ্ট্রদূতের মত। " তোমাদের কাছে আমরা খ্রীষ্টের বাণীদূত। আসলে আমাদের কণ্ঠ দিয়ে স্বয়ং ঈশ্বরই তোমাদের কাছে তাঁর আহ্বান জানাচ্ছেন। খ্রীষ্টের নামে আমরা এখন একান্ত আবেদন জানাচ্ছি ঃ তোমরা ঈশ্বরের সঙ্গে পুনর্মিলিত হও" (২করি ৫:২০)। আমরা দেখি যে, সাধু পল নিজে নিজে কোথাও যাননি বরং স্বয়ং খ্রীষ্ট তাঁকে প্রেরণ করেছেন। তাই তিনি বিভিন্ন স্থানে ঘুরে ঘুরে বাণী প্রচার করেছেন। যদিও অনেক সময় আমরা দেখি যে, তিনি বিভিন্ন স্থানে অনেক সময় অতিবাহিত করেছেন কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি একজন প্রেরিতদূত ছিলেন।

স্বতন্ত্র

"আমি, খ্রীষ্ট-যীশুর সেবক, ঐশ আহ্বানে প্রেরিতদূত পল তোমাদের কাছে এই পত্র লিখছি। ঈশ্বর তাঁর মঙ্গলসমাচার প্রচারের জন্যে আমাকে স্বতন্ত্র ক'রে রেখেছেন" (রোমীয় ১:১)। প্রেরিতশিষ্যদের আর একটি অন্যতম প্রধান গুণ হল যে, তাঁরা স্বতন্ত্র বা তাঁদেরকে স্বতন্ত্র ক'রে রাখা হয়েছে। ঠিক তেমনি সাধু পলকেও মঙ্গলসমাচারের জন্য স্বতন্ত্র ক'রে রাখা হয়েছে। খ্রীষ্ট যীশু তাঁকে বাণী প্রচারের জন্য স্বতন্ত্র করে রেখেছিলেন। "আসলে খ্রীষ্ট যে-কাজ করতে আমাকে পাঠিয়েছেন, তা তো মানুষকে দীক্ষাস্নাত করা নয়, বরং মঙ্গলসমাচার প্রচার করা – আর তাও আবার সেই মানবীয় জ্ঞানের ভাষায় প্রচার করা নয়, পাছে খ্রীষ্টের ক্রুশের নিজস্ব আবেদন তাতে নিষ্ফল হয়ে যায়" (১করি ১:১৭)। কিন্তু তাঁকে স্বতন্ত্র ক'রে রাখা হয়েছিল বাণীপ্রচার করার জন্য, কাউকে দীক্ষাস্নাত করার জন্য নয়। সাধু পলের জন্য সেই শুভ সংবাদ ছিল যে, "যীশু খ্রীষ্ট ক্রুশের উপর যাতনাভোগ করে প্রাণত্যাগ করেছেন এবং পুনরুত্থান করেছেন। খ্রীষ্ট এ জগতে এসেছিলেন ঈশ্বরের সাথে আমাদের পুনর্মিলন করিয়ে দেওয়ার জন্য"।

ঈশ্বরের সেবা করার অর্থ হল স্বাধীনতা

সাধু পলের কাছে সেবা করার অর্থ হল স্বাধীনতা, আর পাপের অর্থ হল দাসত্ব। "প্রভু বলতে পবিত্র আত্মাকেই বোঝায়। আর প্রভুর আত্মা যিনি, তিনি যেখানে, সেখানেই স্বাধীনতা। .. সেইজন্যে নিতান্তই ঐশ করুণায় যখন এই সেবাদায়িত্ব পেয়েছে, তখন আমরা কোন-কিছুতেই ভেঙ্গে পড়ি না; বরং লজ্জায় পড়ে মানুষ যত গোপনীয়তার আশ্রয় নেয়, আমরা তা পরিহার ক'রেই চলি। কখনো ধূর্ততার আশ্রয় নিই না – বিকৃতও করি না ঈশ্বরের বাণী; বরং সত্যকে খোলাখুলি ভাবে প্রকাশ ক'রেই তো আমরা ভগবানের সামনে দাঁড়িয়ে প্রত্যেক মানুষের বিবেকের কাছে নিজেদের এই পরিচয় দাখিল করি যে, আমরা বিশ্বাসযোগ্য মানুষ" (২করি ৩:১৭; ৪:১-২)। সেবা দায়িত্বে স্বাধীনতার অর্থ হল 'প্রচারে ধূর্ততা পরিহার ক'রে, ঈশ্বরের বাণীকে বিকৃত না করে, প্রকাশ্যে সত্য ব্যক্ত করা'। "... হায় রে আমি, মঙ্গলসমাচার যদি না প্রচার করি !..." (১করি ৯:১৬)। করিন্থীয়দের কাছে সাধু পলের প্রথম পত্রের চার অধ্যায়ে উল্লেখ আছে, "আমরা খ্রীষ্টের দাস হিসেবে চিহ্নিত হব এবং আমরা ঈশ্বরের রহস্য বিলিয়ে দেওয়ার জন্য কর্মী"।

বিশ্বস্ত

সাধু পলের মতানুসারে পালকীয় সেবাকর্মীর আরেকটি অন্যতম গুণ হল যে, সে হবে বিশ্বস্ত। সে বিশ্বস্ত কর্মচারীর মত, মনিব এসে যাকে সর্বদা সজাগ অবস্থায় দায়িত্ব পালন করতে দেখবে। আর যখন একজন

ব্যক্তি তাঁর মনিবের প্রতি বিশ্বস্ত থাকে তখন সে তার মনিবের ইচ্ছা পালনের জন্য নিজের জীবন দিতেও কুণ্ঠাবোধ করে না। "সুতরাং প্রভুর জন্যে বন্দী আমি তোমাদের কাছে একান্ত আবেদন জানাচ্ছি, ঈশ্বর যে-আহ্বান তোমাদের জানিয়েছেন, তারই উপযুক্ত হোক তোমাদের আচরণ : সব সময়ে তোমরা নম্র, কোমলপ্রাণ ও সহিষ্ণু হয়ে থাক, গভীর ভালবাসায় পরস্পরের প্রতি ধৈর্যশীল হও তোমরা। পবিত্র আত্মা তোমাদের মধ্যে যে-ঐক্য এনে দিয়েছেন, তোমরা শান্তির বন্ধনেই সেই ঐক্য বজার রাখতে আপ্রাণ চেষ্টা কর" (এফে ৪:১-৩)। আর সাধু পলের মতে বিশ্বস্ত থাকার আর একটি অর্থ হল, নিজের বিশ্বাসে চির অবিচল থাকা। "তাই তোমরা, ভাই, এখন বরং স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাক, আঁকড়ে থাক সেই ঐতিহ্যগত শিক্ষা, যা আমাদের মুখের উপদেশ কিংবা আমাদের লেখা চিঠি থেকেই তোমরা পেয়েছ" (২ থেসা ২:১৫)।

একাত্মতা ও বিনম্রতা

খ্রীষ্টীয় সেবাকাজের আরও দুটি গুণ হল, একাত্মতা ও বিনম্রতা। আর এই সকল গুণাবলী থাকলে একজন স্বাভাবিকভাবেই বাণী প্রচারক হয়ে উঠেন। সাধু পল আমাদের সামনে– যাদের নিকট প্রচার করা হয়, তাদের কাছে– প্রচারকের একতার দৃষ্টিভঙ্গি সুন্দরভাবে তুলে ধরেন। তাই তো তিনি বলেন, "শোন, খ্রীষ্টের সঙ্গে মিলিত থাকার ফলে (তোমাদের অন্তরে) যদি সত্যিই কোন প্রেরণা জেগে থাকে, ভালবাসার যদি কোন আশ্বাস জেগে থাকে, আমাদের মধ্যে যদি সত্যিই কোন প্রেরণা জেগে থাকে, ভালবাসার যদি কোন আশ্বাস জেগে থাকে, আমাদের মধ্যে যদি সত্যিই আধ্যাত্মিক কোন ঐক্যবন্ধন থাকে, স্নেহ-মমতার কোন সম্পর্ক-ই থাকে, তাহলে তোমরা পূর্ণ ক'রে তোল আমার আনন্দ ঃ হয়ে ওঠ তোমরা একমন-একপ্রাণ; তোমাদের সকলের মধ্যে যেন থাকে একই ভালবাসা, একই মনোভাব, একই ঐক্যের আদর্শ! রেষারেষি বা অসার অহঙ্কারের বশে কোন-কিছুই ক'রো না তোমরা; বরং নম্র হয়ে একে-অন্যকে নিজের চেয়ে ভাল ব'লেই মনে ক'রো। শুধুমাত্র নিজের স্বার্থের দিকে নয়, তোমরা প্রত্যেকে পরের স্বার্থের দিকেও লক্ষ্য রেখো" (ফিলিপ্পীয় ২:১-৪)। সাধু পলের মতে বিনম্রতা হল, আমরা যেন অন্যদেরকে নিজের চেয়ে ভাল বলে মনে করি। আর এটা প্রচারকের নিজের চেয়ে ভাল বলে মনে করি। আর এটা প্রচারকের অন্যতম একটি গুণ। তাই বিনম্রতা হল, অন্যদের তুচ্ছ না করে তাদের সম্মান দেখানো। আর প্রতিদ্বন্দ্বিতা বলতে তিনি বুঝিয়েছেন 'প্রচারকাজে আমরা যেন একে অন্যের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করি'। এটা যেন না ভাবি যে, 'কে কার চেয়ে বড় বা সফল'।

পরিশেষে বলা যায় যে, সাধু পল নিজে ছিলেন একজন নিরলস সেবাকর্মী এবং তিনি আমাদের দেখিয়ে গেছেন – কিভাবে একজন আদর্শ সেবাকর্মী হওয়া যায়। আর একজন খ্রীষ্টীয় সেবাকর্মী হতে গেলে কী কী গুণ থাকা প্রয়োজন। এ সকল তিনি বলেছেন, নিজের জীবন অভিজ্ঞতা থেকে। তিনি খ্রীষ্ট কর্তৃক আহূত হয়েছিলেন এবং খ্রীষ্টের জন্য তাঁর সমগ্র জীবন বিলিয়ে দিয়েছেন। তাই তিনি মণ্ডলীকে ধ্বংস করার কাজে নিযুক্ত হয়েছিলেন কিন্তু পুনরুত্থিত খ্রীষ্টের দর্শনে তাঁর জীবন এমনভাবে পরিবর্তিত হয়েছে যে, তিনি খ্রীষ্টবাণীকে সবচেয়ে বেশী প্রচার করেছেন। আর সামনের সকল প্রতিকূলতাকে পায়ে ঠেলে দিয়ে আমাদের সামনে হয়ে উঠেছেন, বাণীপ্রচারের এক উজ্জ্বল আদর্শ।

[সৌজন্যে : দীপ্ত সাক্ষ্য, মে ২০০৮ খ্রীষ্টাব্দ।]

ঈশ্বরের সেবক এবং যীশুখ্রীষ্টের প্রেরিতদূত আমি পল এই পত্র লিখছি। আমি প্রেরিত হয়েছি, ঈশ্বর যাদের মনোনীত করেছেন, তাদের যাতে আমি খ্রীষ্টবিশ্বাসের পথে নিয়ে আসি, নিয়ে আসি সেই সত্যেরই জ্ঞানের পথে..." (তীত ১:১)।